গল্প হলেও সত্যি

বরুনা ভট্টাচার্য্য (চক্রবর্তী)

ভয় আমাদের প্রত্যেকের জন্ম লগ্ন থেকেই দানা বেঁধে আছে। কেউ কোন না কোন কারনে কখনো ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে পড়ি।

একটি বাস্তব ঘটনার উপস্থাপন করছি। আমার শ্বাশুড়ী মায়ের ছোটবেলার কথা। উনাদের বাড়ী ছিল চা বাগানে। বাগানে থেকেই মানুষ হওয়া, বেড়ে উঠা। তাই পশু পাখির সঙ্গে বেশি চেনা জানা, গল্প শোনা , চলেফেরা।

একদিন সন্ধা থেকেই ঝিরঝরে বৃষ্টি পড়ছে। চোরেরা, বাঘেরা এমন সময়েই চলাফেরা করে তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। ঘরে গল্পও চলছিল জোরকদমে এসবের। এরমধ্যে ঘুম ও পেয়ে গেছে ঘরে অনেকের। শ্বাশুড়ীমা ও ঘুমিয়েছেন। পাশে বেশ রাত্তিরে এসে শুয়ে পড়েছেন উনার মায়ের মা (দিদা)। বৃষ্টর জন্য সবাই গায়ে কোমল জড়িয়ে শুয়েছেন। দিদা ডোরাকাটা একটা কোমল গায়ে দিয়েছেন। গভির রাত্তিরে যখন শ্বাশুড়ী মায়ের ঘুম ভাঙলো চেয়ে দেখেন উনার পাশে একটা বাঘ শুয়ে আছে। তিনি বেড়াতে পা ঠেকিয়ে দু পা জড়ো করে সজোরে মারলেন লাথি। পর মুহূর্তে ধপাস করে একখানা শব্দ সঙ্গেভেঙে ফেলরে চিৎকার। শ্বাশুড়ীমা খেয়ে ফেললো গো বলে চিৎকার। দুজনেরচিৎকার শুনে বাড়ীর সবাই জেগে উঠে দেখন দিদা মাটিতে পড়ে কাৎরাচ্ছেন,আর চেঁচাচ্ছেন। সবাই উনাকে বিছানায় তুলে কোমরে মালিশ দিয়ে চলছেন। শ্বাশুড়ীমা বিছানা থেকে নেমে বললেন ''ও তুমি বুঝি সেই বাঘ''।

****